সমকাল

তারিখ 8 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

অমার্জনীয়

■ পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য একেএমএ আউয়ালকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে থেকে করিমুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ছাত্রীদের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলেও ১৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এমপি আউয়ালকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে প্রখর রোদে অসুস্থ হয়ে ১৩ ছাত্রী হাসপাতালে

পিরোজপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. শঙ্কর কুমার ঘোষ জানান, প্রচণ্ড গরম এবং মাস সাইকোজেনিক (গণমনস্তাত্ত্বিক) রোগজনিত কারণে মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বুধবার ছিল কুরিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য একেএমএ আউয়াল। সকাল ৯টায় প্রধান অতিথির উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ছাত্রীরা এমপিকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রচণ্ড রোদের মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকে। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এমপি অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া শুরু হলে প্রথম চার লাইন গাওয়ার পরপরই মাঠে লাইনে দাঁড়ানো কয়েক ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। প্রথমে অসুস্থ ৪ ছাত্রীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে আরও ৩ জনকে নেওয়া হয়। দুপুর ১টার দিকে হাসপাতালে ভর্তি অসুস্থ ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় অর্ধশতাধিক। তাদের চিকিৎসায় কর্তব্যরত চিকিৎসকদের হিমশিম খেতে হয়।

বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী হুমাইরা ইসলামের বাবা পুলিশ কর্মকর্তা আবু জাফর আহম্মেদ জানান, এক ঘণ্টা অচেতন থাকার পর ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

অমার্জনীয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তার মেয়ের জ্ঞান ফেরে। অসুস্থ হুমাইরা জানায়, সকাল থেকে রোদে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু পানি চেয়েছিলাম। এরপর লাইনে দাঁড়ানোর পর বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। পরে নিজেকে হাসপাতালের বিছানায় দেখতে পাই।

এ ঘটনায় অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিভাবক নাসির শেখ জানান, আমার মেয়ে কিছুদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। সে মেয়েকে আড়াই ঘণ্টা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এরা কি মানুষ না কসাই? ছাত্রীদের জীবনের চেয়ে কি এমপির সংবর্ধনা বড়?

হাসপাতালের বিছানায় গুরুতর অসুস্থ কয়েকজনকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে জান্নাতুল, জেরিন এবং আঁখি জানায়, তাদের শরীর ও বুক জ্বলছে। তারা শ্বাস নিতে পারছে না। ষষ্ঠ শ্রেণীর অসুস্থ ছাত্রী মাহফুজা এবং নূরজাহান জানায়, তারা পানি চাইলেও তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করা হয়নি।

এ সময় হাসপাতালে উপস্থিত হন ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও এমপি আউয়ালের পত্নী লায়লা ইরাদ, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান খাপেক, মহিলা পরিষদ সভাপতি মনিকা মণ্ডল। মহিলা পরিষদ সভানেত্রী মনিকা মণ্ডল সাংবাদিকদের জানান, 'মেয়েদের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ পানির ব্যবস্থা রাখেনি।' তিনি হাসপাতালে ভর্তি মেয়েদের সুষ্ঠু চিকিৎসা দাবি করেন।

রোদে দাঁড় করানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হালিম হাওলাদার। সাংবাদিকদের তিনি জানান, মেয়েরা খালি পেটে স্কুলে আসার কারণে ওরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অভিভাবকরা অবিলম্বে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবি করেছেন।